যুগান্তর

তারিখ 23 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত মানছে না কারিগরি শিক্ষাবোর্ড

রাশেদ রাব্বি

নয় বছরেও বাস্তবায়ন হয়নি 'স্বাস্থ্যপ্রযুক্তি ও সেবা শিক্ষাক্রম' সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত। কারিগরি শিক্ষাবোর্ড স্বাস্থ্যপ্রযুক্তি ও স্বাস্থ্যসেবা শিক্ষা সম্পর্কিত কোনো প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারবে না— সভায় এই মর্মে সিদ্ধান্ত হলেও তা মানা হচ্ছে না। সিদ্ধান্তকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে এই নয় বছরে দুই শতাধিক প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন দিয়েছে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। ফলে নিয়োগসহ নানা ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। ঝুঁকিতে পড়ছে জনস্বাস্থ্য।

স্বাস্থ্যপ্রযুক্তি ও সেবাশিক্ষা

জানা গেছে, বাংলাদেশ মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও ফার্মাসিস্ট তৈরির ক্ষেত্রে সরকারি পর্যায়ে ১৯৬৩ সালে ঢাকায় ইন্সটিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএসচটি) স্থাপিত হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে রাজশাহী, বগুড়া, বরিশাল, রংপুর, সিলেট, চট্টগ্রাম, ঝিনাইদহে মোট ৮টি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। 'দি ইস্ট পাকিস্তান টেকনিক্যাল অ্যাডুকেশন এ্যাক্ট-১৯৬৭ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদের অধীনে এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়ে আসছে।

কিন্তু ২০০২ সাল থেকে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড মেডিকেল টেকনোলজিতে বিভিন্ন কোর্স পরিচালনার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন দেয়া শুরু করে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদ নেয়া হয়নি। ফলে এ বিষয়ে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। আর এসব সমস্যা সমাধানে ২০০৭ সালের ৮ মে তৎকালীন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উপদেষ্টা মেজর জেনারেল ডা. এএসএম মতিউর রহমানের (অব.) সভাপতিত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব আলেয়া আক্তার স্বাক্ষরিত সভার কার্যবিবরণীতে দেখা যায়, ওই সভায় সিদ্ধান্ত হয়, 'কারিগরি শিক্ষা বোর্ড স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে কোনো প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং কোনো কোর্স চালুর জন্য অনুমোদন প্রদান করতে পারবে না।'

বিএমডিসি এ্যাক্ট (বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল) ১৯৮০ এর ৩১(১) ধারা অনুযায়ী 'কোনো ব্যক্তি সরকারের অনুমোদন ছাড়া শল্য চিকিৎসা শাস্ত্র; ধাত্রী বিদ্যা, সেবিকা বৃত্তি, ভেষজ কর্ম ও ধাত্রী বিদ্যায় কোনো পাঠ্যসূচি সংগঠন করতে অথবা প্রশিক্ষণ দিতে পারবে না এবং সনদ প্রদান, লইসেন্স, ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রি প্রদান করতে পারবে না।' তাই বিএমডিসি এ্যাক্ট অনুযায়ীও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের স্বাস্থ্য প্রযুক্তি ও সেবা শিক্ষাক্রম নামে কোনো কোর্স পরিচালনার কোনো সুযোগ নেই।

জানা যায়, ২০০৭ সালে যখন আন্তঃমন্ত্রণালয়ের বৈঠক হয় তখন কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে চিকিৎসা শিক্ষাবিষয়ক কোর্স পরিচালনা করে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান ছিল ৭৭টি। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ ধরনের কোর্স বন্ধ করা এবং অনুমোদন না দেয়ার কথা থাকলেও বর্তমানে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এই কোর্স পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় তিন শতাধিক। কিন্তু কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কি করে এ ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার অনুমোদন দিচ্ছে সেটাই বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদফতর টেকনোলজিস্ট নিয়োগে শর্ত জুড়ে দেয়ায় হাসপাতালগুলোর শূন্যপদগুলোতে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

পক্ষে আবেদন করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই সরকারি চাকরিতে নিয়োগ পাওয়ার জন্য ওই শিক্ষার্থীরা উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। ফলে নিয়োগের ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা পাস বেকার টেকনোলজিস্টের সংখ্যা এখন প্রায় ২২ হাজার। ফলে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে রোগ নির্ণয় তথা স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য একজন চিকিৎসকের বিপরিতে ৫ জন টেকনোলজিস্ট থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ ডাক্তার ও মেডিকেল টোকনোলজিস্ট অনুপাত হবে ১:৫। কিন্তু ২০০৭ সালের আন্তঃমন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে ডাক্তার ও টেকনোলজিস্টের অনুপাত ১:০.২৩। অর্থাৎ একজন ডাক্তারের বিপরিতে টেকনোলজিস্ট রয়েছেন ১ জনেরও কম। এ বিষয়ে জানতে চাইলে স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. আবদুর রশিদ যুগান্তরকে বলেন, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত না মানায় যে জটিলতার সৃষ্ট হয়েছে তা নিরসনে পুনরায় আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভার আয়োজন করা হয়েছে। বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর দফতর পর্যন্ত পৌঁছেছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় এবার হয়তো এই জটিলতার একটা স্থায়ী সমাধান হবে।